দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৩ (পৃঃ ০৯)

ব্রিতে সেমিনার

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট এগ্রিকালচার ও মাইগভ অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার' শীর্ষক সেমিনার হয়েছে। গাজীপুরে ব্রি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ ভবনে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। সভাপতিত্ব করেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। আইসিটি বিভাগ ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ব্রি আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিটি বিভাগের উপসচিব ও ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, এটুআই মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর
তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৩ (পৃঃ ০৫)

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : ধান খেত পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত কৃষক —সংবাদ

উল্লাপাড়ায় ব্রি ৪৮ ধান আবাদে ব্যস্ত কৃষক

প্রতিনিধি, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ)

ব্রি ধান ৪৮ ব্রি উদ্ভাবিত রোপা আউশ মৌসুমের জন্য অনুমোদিত ধানের একটি জাত । এ জাতটি ২০০৮ সালে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। অধিক ফলনশীল এ জাতটি সাধারণ রোপা আউশ এলাকার জন্য উপযোগী।সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কৃষকেরা আউশ ব্রি ধান -৪৮ আবাদ করছেন। অনেক এলাকায় কৃষক বোরো (ইরি) ধান কেটে সে জমিতে এ ধান আবাদ করছেন। কৃষি প্রণোদনায় বিনামূল্যে পাওয়া আউশ ব্রি ধান - ৪৮ জাতের ধান বীজ পেয়ে নিজস্ব বীজতলা থেকে চারা তুলে জমিতে লাগাচ্ছেন।

আবার কেউ কেউ কেনা ধান বীজে করেছেন বীজতলা।কৃষি অফিস থেকে জানা যায়, এবারে মৌসুমে উপজেলায় মোট ২শ ৩০ হেক্টর পরিমাণ জমিতে আউশ ব্রি ধান-৪৮ এর আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এরই মধ্যে এর চারা লাগানো শুরু হয়েছে। কৃষকদের প্রায় সবাই এ ধানের নিজেদের বীজতলার চারা লাগাচ্ছেন। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কৃষি প্রণোদনায় অনেক কৃষক বিনামূল্যে ব্রি ধান-৪৮ জাতের ধানের বীজতলা করেছেন। আবার কেউ কেউ কেনা ধানে বীজতলা করেছেন। তারা জমিতে নিজেদের বীজতলার চারা লাগাচ্ছেন বলে জানা গেছে।উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বিআর ৪৮ হেক্টর প্রতি ৫ টন ফলন দিযয়ে থাকে।আরে জমিনে গিযয়ে উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের ফাজিলনগর মাঠে দেখা গেছে কৃষক মনির মিয়া নিজের প্রায় তিন বিঘা জমিতে ব্রি ধান - ৪৮ এর আবাদ করেছেন।

এ জমিতে বেশী হারে ফলনশীল শুভলতা নামের বোরো (ইরি) ধান আবাদ করেছিলেন। সে ধান কাটার পর পরই ব্রি ধান -৪৮ এর আবাদ করেছেন।তিনি বলেন, তাড়াশ উপজেলার এক বীজ দোকান থেকে ব্রি ধান - ৪৮ জাতের ৮ কেজি ধান বীজ ৭০ টাকা কেজি দরে কিনে এনে বীজতলা করেন। সে বীজতলার চারা জমিতে লাগিয়েছেন। এখন রাসায়নিক সার দিচ্ছেন। তিনি আশা করছেন এ ধান কেটে জমিতে রোপা আমন ধানের আবাদ করবেন।উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল আলম বলেন, তার বকের কৃষক উপজেলার সলঙ্গা ইউনিয়নের চক চৌবিলা গ্রামের কৃষক আঃ মতি প্রায় ছয় বিঘা জমিতে ব্রি ধান -৪৮ এর আবাদ করেছেন । তিনি বোরো ধান কাটা পর পরই এ ধানের চারা জমিতে লাগিয়েছেন। কৃষক আঃ করিম প্রণোদনায় পাওয়া ব্রি ধান - ৪৮ এর বীজ ধানে বীজতলা করেন এবং সে বীজতলার চারা জমিতে লাগিয়েছেন।